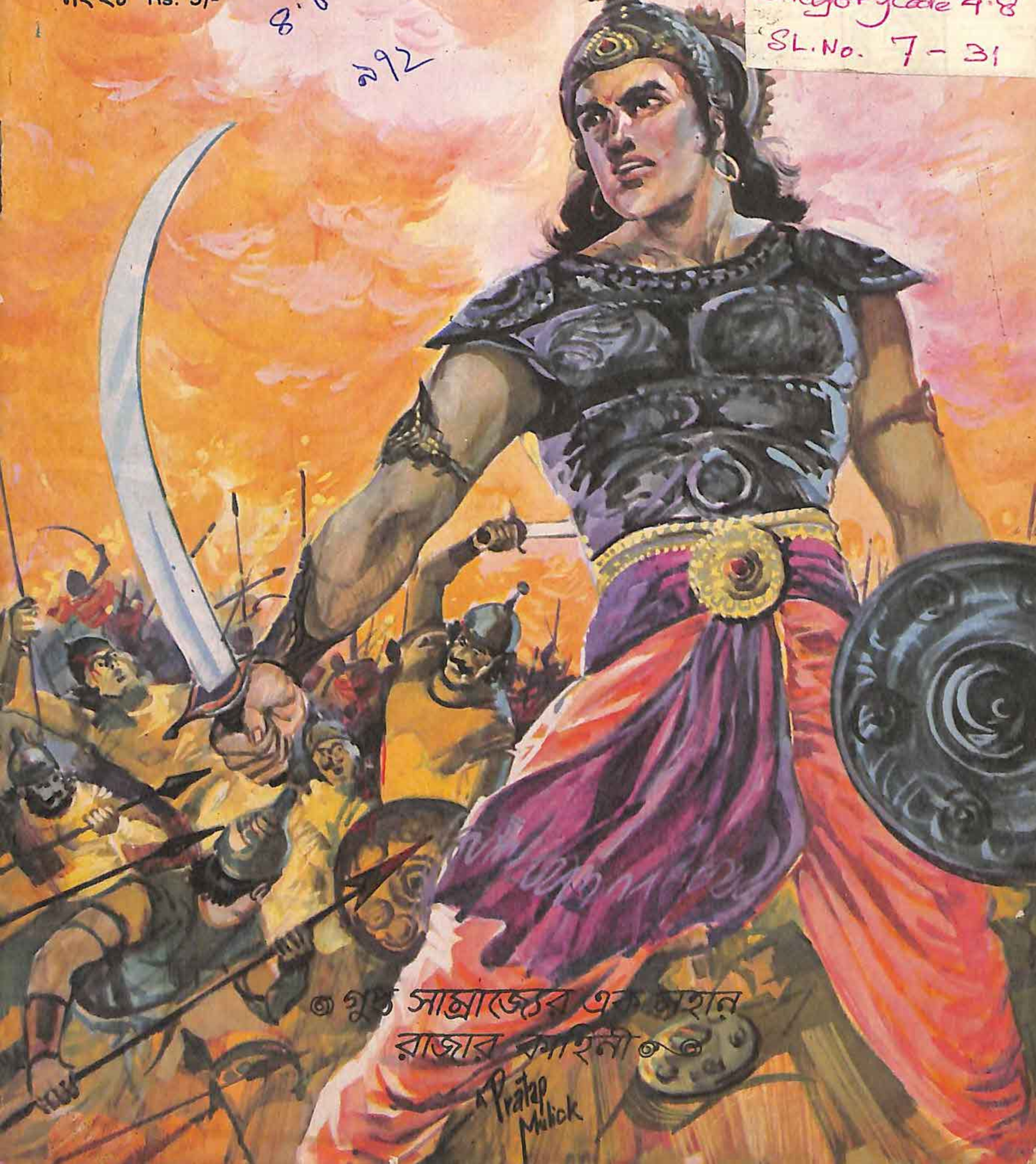
অমর চিত্র কথা

বিক্রমাদিত্য

নং ২৮ Rs. 5/-



বিক্রমাদিত্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসে (খ্রীষ্টীয় ৩৮০–৪১৩) সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর শৌর্য, বীর্য, ন্যায়বোধ ও দেশপ্রেমের কথা সবার মুখে মুখে ফেরে।

বিশাখদত্তের 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' গ্রন্থে এই কাহিনীর বিশদ বর্ননা আছে। গ্রন্থটি এখন কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু মূল কাহিনীর বিভিন্ন অংশ নানা পুঁথিপত্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী কালের সাহিত্যেও চন্দ্রগুপ্তের নানা ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখান থেকেও বর্তমান কাহিনীর কিছু উপকরন সংগ্রহ করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড জুড়ে ছিল চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব। এই বিশাল রাজ্য জুড়ে তিনি এনেছিলেন শান্তি ও সমৃদ্ধি। সে জন্য নানা কারনেই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ভারতের জনমানসে অমর।

অনুবাদ: কেয়া চট্টোপাধ্যায়   বর্ণলিপি : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor: Anant Pai.

বিক্রমাদিত্য



আজ থেকে প্রায় ১,৬০০ বছর আগের কথা। সমুদ্রগুপ্ত নামে এক মহান রাজা ভারতের এক বিশাল অংশে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। রাজার দুই ছেলে — রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত।


মন্ত্রী পুত্র, সেনাপতি পুত্র, কোটাল পুত্রেরা ছিল তাঁদের খেলার সাথী। একদিন—
চল না, প্রসেন! আমরা নদীর ধারে খেলতে যাই?
বাঃ, খুব মজা হবে!
ওদিকে অনেক বুনো জানোয়ার আছে। দেখি, বাবা কী বলেন!
তাঁরা রাজার কাছে গেলেন।
বাবা, আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যাবো?
নিশ্চয় যাবে। ভয়ের কী আছে!!


যখন তাঁরা নদীর ধারে খেলা করছিলেন —
পালাও রাজকুমার! একটা সিংহ আসছে এ দিকে!
প্রান নিয়ে পালাও, চন্দ্রগুপ্ত!
...কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত নড়লেন না।
আসুক, আমি ওকে দেখে নেবো।
সিংহ আক্রমন করতেই চন্দ্রগুপ্ত একপাশে সরে গেলেন, এবং —
ওর বেজায় সাহস, তাই না রামগুপ্ত?
ও নিজেকে জাহির করতে চাইছে!


এদিকে, রাজকুমারদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের খোঁজে কয়েক জন সৈন্যকে পাঠালেন।
ঐ দ্যাখো! রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের পায়ের কাছে একটা মরা সিংহ!
সৈন্যেরা তখুনি সমুদ্রগুপ্তকে এ সংবাদ জানালেন।
এই তো আমার পুত্রের মতো কাজ! আশা-করি ওর কিছু হয়নি!
ঠিক সেই সময় বন্ধুদের সঙ্গে রাজপুত্রেরা ফিরে এলেন। এক বিরাট জনতা হৈচৈ করতে করতে তাঁদের পিছনে এলো।
আমি ওকে সিংহটা মারতে দেখেছি!
সত্যিই উনি নির্ভীক!


মহারাজ, কুমারকে তাঁর সাহসের পুরস্কার দেবেন না?
কী পুরস্কার দেবো, পুত্র? একদিন তোমাকেই তো এই বিশাল রাজ্যের ভার কাঁধে নিতে হবে!
মন্ত্রী, শুনলেন?
দুশ্চিন্তা করবেন না, কুমার! আপনার অধিকার যাতে কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
কয়েক বছর পর, যখন সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হলো—
মন্ত্রী, আমার অভিষেকের জন্য এবার রাজপুরোহিতকে ডাকুন।
অধীর হবেন না, কুমার রামগুপ্ত!

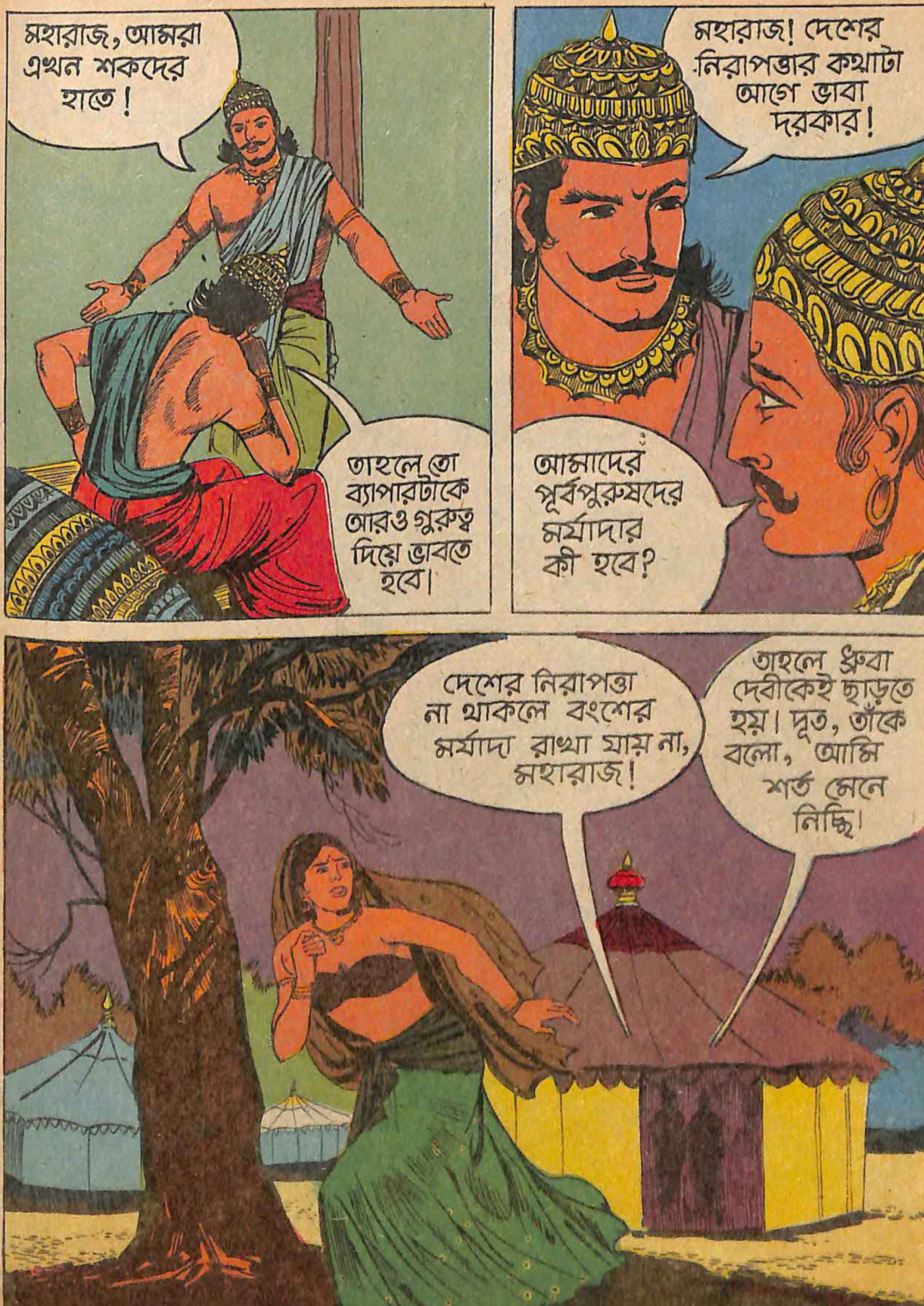

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যদি…
ধীরে কুমার, আপনার পিতার চিতা এখনও পুরোপুরি নিভে যায়নি।
কিছু দিন কেটে যাবার পর—
পুরুত মশাই, কুমার রামগুপ্তের অভিষেকের ব্যবস্থা করুন।
কিন্তু প্রয়াত মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের ইচ্ছে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত রাজা হবেন।
তবু প্রসেন, সিংহাসনের উত্তরাধিকার আমার বড় ভাইয়ের।
অভিষেক হলো।
যুবরাজ! দেশ ও বংশের মর্যাদা আপনার হাতে অক্ষুণ্ণ থাকুক—এই আশীর্বাদ করছি!
এর কোনওটাই ওঁর দ্বারা হবে না। আমি খাঁটি কথা বলছি।


এর পর অতুলনীয়া সুন্দরী ধ্রুবা দেবীর সঙ্গে রামগুপ্তের বিয়ে হলো।
এসো, চন্দ্রগুপ্ত। রানী তোমার খোঁজ করছিলেন।
বিয়ের আগেই আমি আপনার বীরত্বের কাহিনী শুনেছি, চন্দ্রগুপ্ত!
পর দিন —
মাধবী, চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে সবাই যা বলে, তা অতিরঞ্জিত নিশ্চয়ই নয়!
তাঁকে যতোটা প্রশংসা করা হয়, বরং তিনি তার চেয়েও বড়ো।
কুমার চন্দ্রগুপ্ত আপনার স্বামীর মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় রাজ সিংহাসন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
সত্যি বলছিস?
এক দিন —
মহারাজ, কুমার চন্দ্রগুপ্ত নাকি আপনার মুখ চেয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন!
আরো অনেক কথাই তুমি শুনতে পারো!
বুঝলে রানী, কেউ কখনো অপরের জন্য এমন আত্মত্যাগ করে না!


কয়েকমাস বাদে রাজা রামগুপ্ত রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত দর্শনে বের হলেন। সূর্যাস্তের পর নদীর ধারে তাঁদের তাঁবু খাটানো হলো।
পরদিন সকালে যখন আবার তাঁরা অগ্রসর হলেন —
ঢাকের শব্দ শুনছি। আমাদের সাবধান হবার জন্য যেন সংকেত করছে।
একটু বাদেই একজন সেই রাজার কাছে ছুটে এলো।
মহারাজ, সামনের গিরিপথ শকদের অধীনে। আমরা আর এগোতে পারছি না।


আরো কিছুক্ষণ বাদে—
মহারাজ, দুঃসংবাদ! যে গিরিপথ দিয়ে আমরা এসেছি, শকেরা তা-ও দখল করে নিয়েছে। আমরা ফাঁদে পড়েছি!
এখন কী হবে? ওরা আমাদের সবাইকে কচুকাটা করবে। মন্ত্রী, কিছু উপায় বলুন।
দেখুন, শকরাজ কি চান। তাঁর সঙ্গে শান্তির চুক্তি করুন।
চুক্তি? অন্য কোনও পথ নেই?
এখান থেকে যাও। রাজ্যের ব্যাপারে মাথা গলিও না।
কিছুক্ষণ বাদে দূত ফিরে এলো।
শকরাজ কি বললেন?
মহারাজ, সে কথা উচ্চারণ করতেও আমার ভরসা হচ্ছে না!


নির্ভয়ে বলো। উনি কি দারুণ কিছু চাইছেন?
মহারাজ, তাঁর যা দাবী, তা কানে শোনাও পাপ।
শান্তির জন্য যে কোনও দাম দিতে আমি প্রস্তুত।
মহারাজ, শকরাজ বললেন, অনেক দিন আগেই তাঁর সঙ্গে ধ্রুবা দেবীর নাকি বিয়ে হবার কথা হয়েছিল!
তিনি কি আমাদের রানীকে চান?
ঠিক তাই!
অসম্ভব! আর অন্য কিছু


মহারাজ, আমরা এখন শকদের হাতে!
তাহলে তো ব্যাপারটাকে আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।
মহারাজ! দেশের নিরাপত্তার কথাটা আগে ভাবা দরকার!
আমাদের পূর্বপুরুষদের মর্যাদার কী হবে?
দেশের নিরাপত্তা না থাকলে বংশের মর্যাদা রাখা যায় না, মহারাজ!
তাহলে ধ্রুবা দেবীকেই ছাড়তে হয়। দূত, তাঁকে বলো, আমি শর্ত মেনে নিচ্ছি।


মহারানী, ভীষন বিপদ!
কি ব্যাপার, মাধবী? মহারাজ কি শর্ত মেনে নিয়েছেন?
হ্যাঁ, – আর তার মূল্য হলেন আপনি।
মাধবী, তুই কি ঠিক বলছিস?
সমস্ত আলোচনা আমি আড়াল থেকে শুনেছি!
এই অপমান থেকে আমাকে রক্ষা করার কি কেউ নেই?
হ্যাঁ, আছেন, কুমার চন্দ্রগুপ্ত। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।
সত্যিই কি তা সম্ভব? শিগগীর তাঁর কাছে যা!
পরে —
দেবী! মাধবী আমাকে সব কিছুই খুলে বলেছে!
কুমার, আপনার দাদা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।


শান্ত হোন! আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনাকে অপমান করতে পারবে না!
মহারানী, কুমার তাঁর কথা রেখে থাকেন।
পরে—
মহারাজ, একটা কথা বলবো?
কি কথা?
আপনি কি সত্যিই মহারানী ধ্রুবা দেবীকে শক রাজার হাতে তুলে দিচ্ছেন?
এ ছাড়া আর অন্য রাস্তা নেই, চন্দ্রগুপ্ত!
কুমার! দেশকে বাঁচানোর জন্য এ কাজ আমাদের করতেই হবে।


আমি কখনই তা হতে দেবো না!
তুমি কি আমার মৃত্যু চাও!
না, আপনার কেশাগ্রও কেউ ছুঁতে পারবে না,— মহারানীকেও শক রাজার হাতে সমর্পন করা হবে না!
তা কি করে সম্ভব?
সময় হলেই জানতে পারবেন!
কিন্তু সমস্ত দায়িত্বই তোমার!
যে দিন ধ্রুবা দেবীকে শক রাজার হাতে তুলে দেবার কথা —
কুমার, আমার জন্য আপনি এই ঝুঁকি নিচ্ছেন!
মহারানী, কুমারকে দেখতে অনেকটা আপনার যমজ বোনের মতোই লাগছে।
আমি ঠিক তাই-ই চাইছি। এখন দেখা যাক ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়!



তলোয়ারটা ঠিক মতো লুকোতে পেরেছি তো? মাধবী, তুমি কি বলো?
হ্যাঁ কুমার, ওটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য। কেউ আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না।
তাহলে আমাকে যাত্রা করার অনুমতি দিন, দেবী!
ঈশ্বর আপনার সহায় হোন!
এবার পালকি নিয়ে এগোও!
জয় ভবানী!
শক রাজার শিবিরে পালকি এসে পৌঁছলে —
কি আশ্চর্য সুন্দরী! আমাদের রাজাকেই মানায়! আর শেষ পর্যন্ত তিনিই ওঁকে পেলেন।
তেমনি রাজার সেনাবাহিনী,— কার সাধ্য তাঁকে হারায়!


মহারাজ, মহারানী ধ্রুবা দেবীর পাল্‌কি এসে গেছে!
তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তো?
হ্যাঁ, মহারাজ!
সৈন্য সামন্ত ও দেহরক্ষী-দের বাইরে যেতে বলো!
আমার এতো দিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে!
স্বাগত মহারানী, আপনি এখন শক রাজার স্ত্রী— ঐ ভীরু রামগুপ্তের নাম এখন সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারেন।


তবে রে শয়তান!
ও:! আমাকে ঠকিয়েছে!
নে, এই তোর উপযুক্ত জবাব!
আহত শকরাজ ধরাশায়ী হলে চন্দ্রগুপ্তের সেনারা শিবিরে প্রবেশ করলেন।
সাবধান, একজন শকও যেন পালাতে না পারে।
মহারাজের হুকুম আমরা মাথায় তুলে নিচ্ছি!


পাশেই যে বাহিনী অপেক্ষা করছে, তাদের খবর দাও।
ঠিক আছে!
অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার শক সেনা নিহত হলো।
কুমার চন্দ্রগুপ্তর জয় হোক!
মহারানী ধ্রুবা দেবী দীর্ঘজীবী হোন!


শত শত শক সেনা এবং তাদের নায়কেরা বন্দী হলো।
আমাদের দিগ্বিজয়ী রাজা এখন মৃত!
আপনার কাছে আমরা প্রাণভিক্ষা চাইছি—দয়া করুন।
এ দেশ থেকে তোমাদের নির্বাসন দেওয়া হবে!
কিন্তু আবার যদি ফিরে আসার দুর্বুদ্ধি হয়...
... তাহলে তখন একেবারে খতম করে ফেলবো!


শকদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে রামগুপ্ত ও ধ্রুবা দেবী ঘটনাস্থলে এলেন।
তোমার সাহস ও বুদ্ধিতে আমি খুবই খুশি, চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।
কুমার, আমি চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী রইলাম।


রাজধানীতে প্রত্যাগমনের পথে—
জয় চন্দ্রগুপ্তের জয়!
মহারানী ধ্রুবা দেবীর জয় হোক!


চন্দ্রগুপ্তেরই কিন্তু গুপ্ত-সিংহাসনে বসার কথা ছিল!
মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত নিজেই সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন!
রামগুপ্ত কাপুরুষ! সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নন।


চলুন মন্ত্রী, ভিতরে যাই। চন্দ্রগুপ্তর কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।
এর চেয়েও বেশী সম্মান ওঁর প্রাপ্য, মহারাজ!
আপনিও ওর পক্ষ নিচ্ছেন?
যা সত্যি, তাকে চিরকাল তো চোখ বুঁজে অস্বীকার করতে পারি না।
সারাদিনের উত্তেজনার পর চন্দ্রগুপ্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লেন।
সেদিন, চন্দ্রগুপ্তর শয়নকক্ষে —

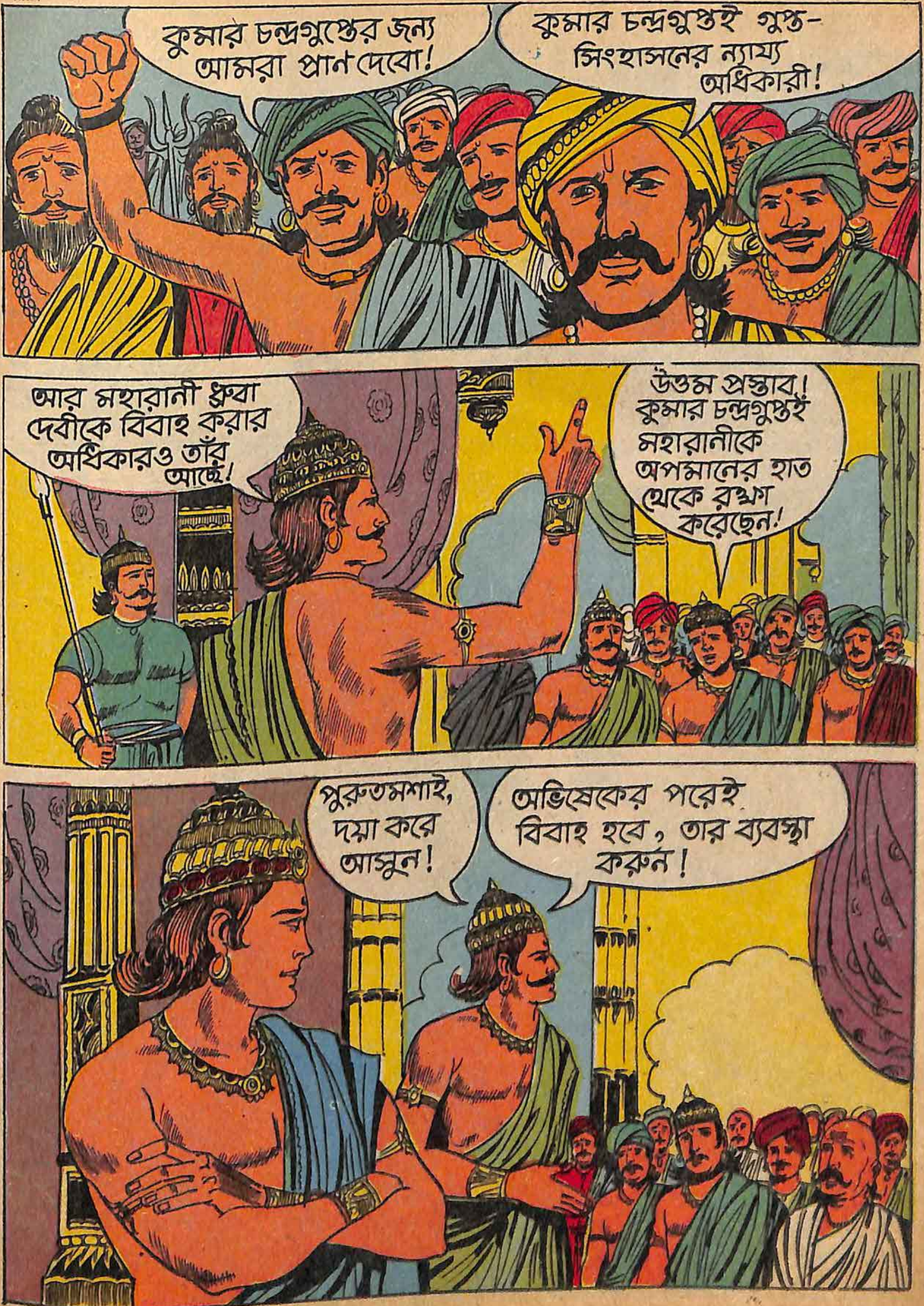

কে!
কে ওখানে?
হা ভগবান!
দাদা!


পরদিন সভায় —
আপনাদের জন্য দু:সংবাদ বয়ে এনেছি। মহারাজ রামগুপ্তের মৃত্যু হয়েছে!

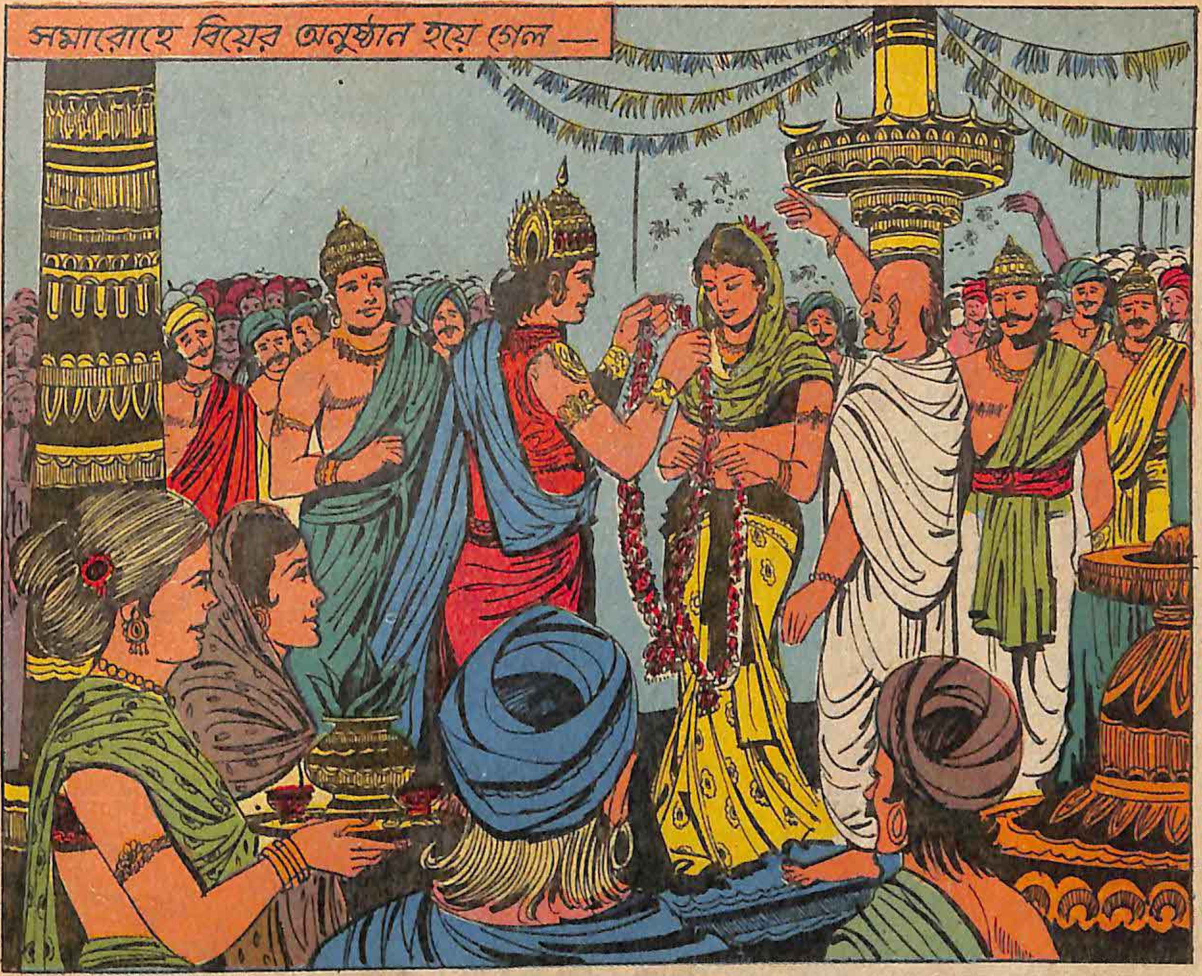

রাত দুপুরে উনি কাপুরুষের মতো কুমার চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন!
কাপুরুষের এটাই প্রাপ্য ছিল!


কথা শেষ হতে না হতেই বহুলোক দল বেঁধে সভায় প্রবেশ করলেন।
চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক!
চন্দ্রগুপ্তই দেশে নিরাপত্তা ও বংশের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন!
হ্যাঁ, কুমার চন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত-সিংহাসনের যোগ্য!

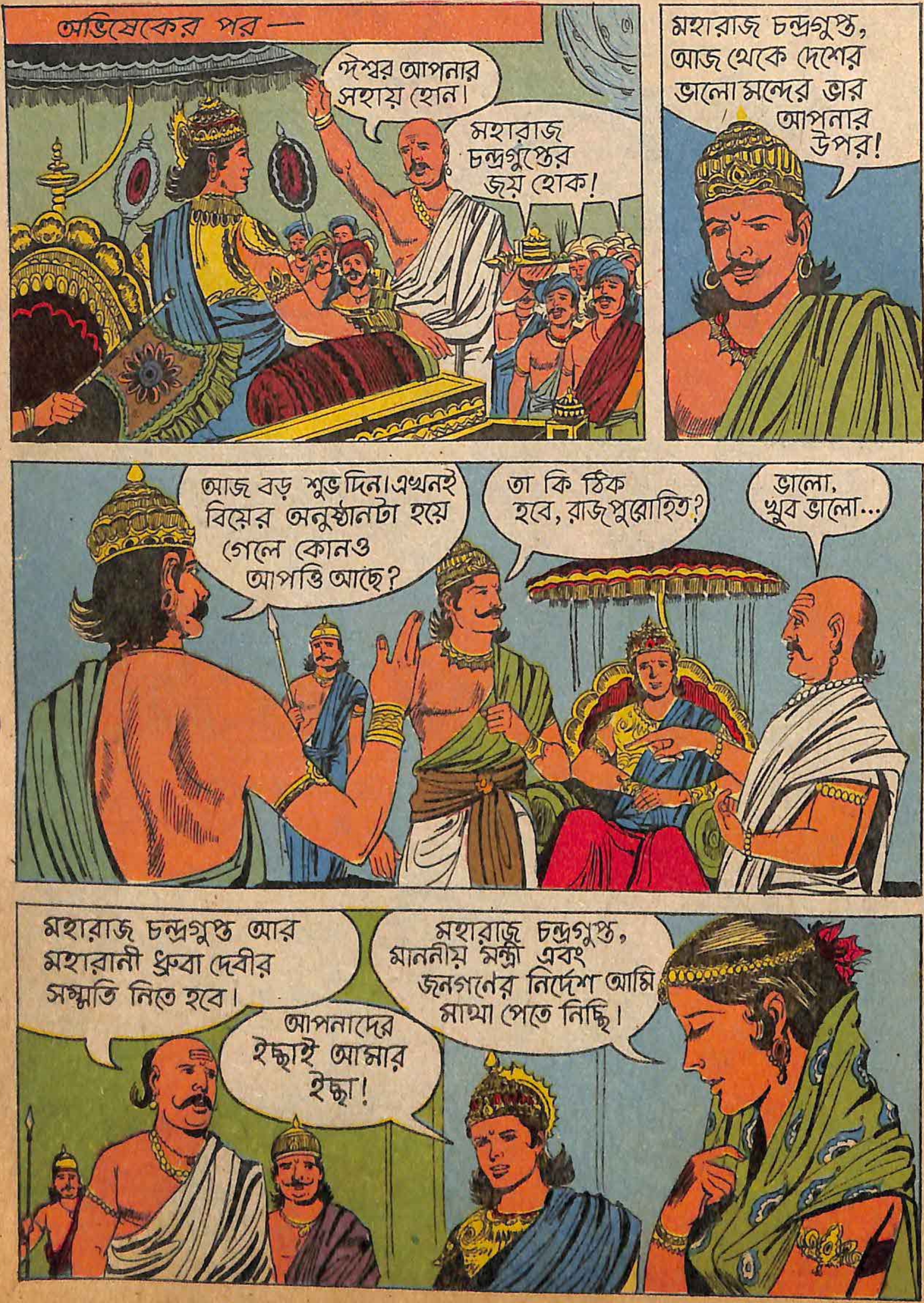

এক মুহূর্তের জন্যেও গুপ্ত সিংহাসন শূন্য থাকা উচিত নয়।
এখনই চন্দ্রগুপ্তের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে।
ভদ্রমন্ডলী, আপনাদের কাছে আমার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আছে।
উনি কি কোনও ঝঞ্ঝাট বাধাতে চান?
উনিই রামগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।
কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং স্বদেশের মান রেখেছেন।
তাহলে শেষ পর্যন্ত উনি ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছেন!



কুমার চন্দ্রগুপ্তের জন্য আমরা প্রান দেবো!
কুমার চন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী!
আর মহারানী ধ্রুবা দেবীকে বিবাহ করার অধিকারও তাঁর আছে!
উত্তম প্রস্তাব! কুমার চন্দ্রগুপ্তই মহারানীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন!
পুরুতমশাই, দয়া করে আসুন!
অভিষেকের পরেই বিবাহ হবে, তার ব্যবস্থা করুন!


সমারোহে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেল —


মন্ত্রী, সবাইকে আর একটু অপেক্ষা করতে বলুন!
আমি একটি বিশেষ ঘোষনা করবো।


অভিষেকের পর —
ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।
মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক!
মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, আজ থেকে দেশের ভালো মন্দের ভার আপনার উপর!
আজ বড় শুভ দিন। এখনই বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলে কোনও আপত্তি আছে?
তা কি ঠিক হবে, রাজপুরোহিত?
ভালো, খুব ভালো...
মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আর মহারানী ধ্রুবা দেবীর সম্মতি নিতে হবে।
আপনাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা!
মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, মাননীয় মন্ত্রী এবং জনগনের নির্দেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।


দেশবাসীরা! আপনারা সাক্ষী থাকবেন, এই দেশ থেকে শকদের আমি তাড়াবো। যতো দিন একটি শকও এ দেশের মাটিতে থাকবে, ততো দিন আমি বিশ্রাম নেবো না।
মহারাজ যাতে এই প্রতিজ্ঞা মনে রাখেন, সেজন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো!


ধ্রুবা দেবী তাঁর কথা রেখেছিলেন। একদিন উজ্জয়িনীর রাজসভায় —
আপনি মহান কবি— কালিদাস! আগামী পূর্ণিমায় আপনার 'শকুন্তলা' নাটকটি আর একবার দেখার ইচ্ছে রইলো। দেবী, তুমি কি বলো?
কবির লেখা অপূর্ব। কিন্তু মহারাজ...


পরে রাজপ্রাসাদে —
দেবী, আজ সান্ধ্য মজলিশে তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে? কথাটা এখন খুলে বলো।
মহারাজ, আমরা কি এখানে অনেক দিন কাটিয়ে দিলাম না?
জায়গাটা বেশ, আর এখানকার লোকজনও বেশ ভালো।
দেশের লোকেরা আপনাকে খুব পছন্দ করে কারন আপনি তাঁদের শকরাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁরা আপনাকে বলে বিক্রমাদিত্য। কিন্তু...


কিন্তু শকরা এখনও গুজরাটে রাজত্ব করছে। এ কথাই কি তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছো?
হ্যাঁ, আর দেশের সীমান্তগুলি কুষান-দের হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।
ধ্রুবা দেবীর কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।
আপনার জয় হোক!
কয়েক মাস পরে—
মহারানী, সম্রাটের চিঠি এসেছে।
তাহলে আমি যা শুনেছি, তাই ঠিক। মহারাজ গুজরাটের যুদ্ধে শকদের পরাজিত করেছেন!


মাধবী, আমাদের দেশ থেকে বিদেশী শাসনের শেষ-চিহ্ন মুছে গেল…
… মহারাজও শিগ্‌গীরই ফিরে আসছেন।
কী সুখবর!
বিক্রমাদিত্য রাজধানীতে ফিরে আসতেই, সারা রাজ্য ভেঙে পড়লো তাঁকে অভিনন্দন জানাতে।
চন্দ্রগুপ্ত পরে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন এবং কুষাণদেরও সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছিলেন।

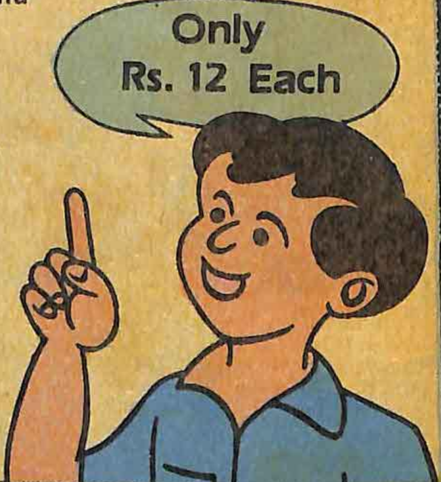
A Gift a Child Would Cherish!

Tinkle Collections are specially designed to provide your child with hours of reading pleasure. And they add greatly to his general knowledge.

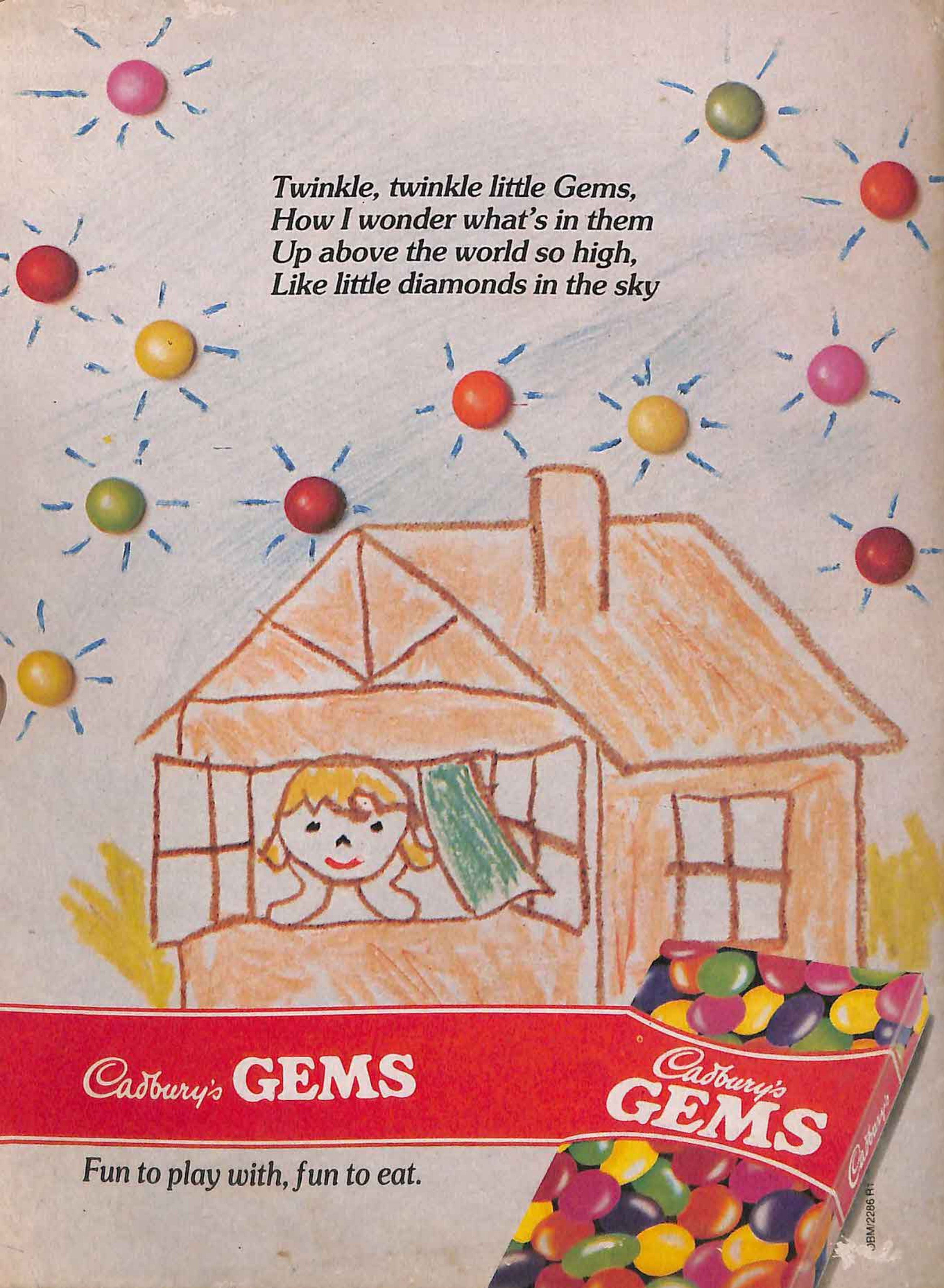
NOW AVAILABLE

1. Adventures of Kalia the Crow-1
2. Animal Life-1
3. Indian Folk Tales-1
4. World Folk Tales-1
5. Tales of Humour-1
6. Science
7. Adventures of Kalia the Crow-2
8. Animal Life-2
9. Indian Folk-tales-2
10. Tales of Humour-2
11. World Folk-tales-2
12. Shikari Shambhu
13. Astronomy and Space
14. Indian Folktales-3
15. Tales of Humour-3
16. Kalia the Crow-3
17. Original Prize-Winning Stories
18. Tales of Nasruddin Hodja-1





IBH *Available At :*
INDIA BOOK HOUSE
DELHI, CALCUTTA, MADRAS, BANGALORE, AHMEDABAD, CHANDIGARH PATNA, TRIVANDRUM, BOMBAY, PUNE, HYDERABAD,
OR BY V.P.P. From :
PARTHA BOOKS DIVISION, NAV PRABHAT CHAMBERS, RANADE ROAD, DADAR, BOMBAY - 400 028



Twinkle, twinkle little Gems,
How I wonder what's in them
Up above the world so high,
Like little diamonds in the sky
Cadbury's GEMS
Cadbury's GEMS
Fun to play with, fun to eat.
JBM/2286 R1